তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৪৩

**স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জনগণের পাশে থাকতে হবে**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জনগণের পাশে থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় সেবা থেকে যেন সাধারণ মানুষ বঞ্চিত না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা, সেবা ও সহযোগিতা করার মনোভাব না থাকলে জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্বার্থক হওয়া যায় না।

আজ বান্দরবান সদরে ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের সভাকক্ষে ত্রিপুরা কনফারেন্স হল ও কার্যালয়ের সমাপ্তকৃত সংস্কার কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের চিত্র তুলে ধরে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করছেন। পাহাড়ি দুর্গম এলাকার রাস্তা-ঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করে দুর্গম অঞ্চলের মানুষের চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্যই সরকার গৃহহীনদের জন্য ঘর তৈরি, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, টিআর-জিআর প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। সরকারের উন্নয়ন কাজগুলো স্বচক্ষে দেখে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দেশের মানুষ নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে স্ব-স্ব ধর্ম আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারছেন এবং আগামীতেও পারবেন। সরকার সারাদেশে মসজিদ-মন্দির, বৌদ্ধ-বিহার, মাদ্রাসা, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার মোঃ তরিকুল ইসলাম, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য পানজি ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত, পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুশীল জীবন ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

 #

রেজুয়ান/এনায়েত/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪৪২

**খসড়া বালুমহাল আইনে খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও স্মার্ট বালুমহাল ব্যবস্থাপনায় জোর প্রদান**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন-২০২২’-এর খসড়ায় খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং স্মার্ট বালুমহাল ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর এই আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রস্তাবিত ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন-২০২২’-এর খসড়ায় সংযুক্ত প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ব্যক্তিমালিকানাধীন উর্বর কৃষিজমি রক্ষা, কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ ভূগর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে উক্ত জমিসহ পার্শ্ববর্তী অন্য জমি বা প্রতিবেশের ক্ষতিসাধন হলে তা বন্ধ করার বিধান। এছাড়া, পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয় কিংবা পার্শ্ববর্তী ভূমির ক্ষতি, চ্যুতি বা ধসের কারণ উদ্ভব হয় এমন কোনও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি হতেও কোনও বালু বা মাটি উত্তোলন না করার বিধান রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত আইনে।

ইজারা কার্যক্রম দ্রুত অনলাইনে সম্পাদন, বালু উত্তোলন কার্যক্রম ও পরিমাণ মনিটরিং করার জন্য স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার বা সিসি ক্যামেরা স্থাপন বা ৬ মাস পর পর ডিজিটাল সার্ভে করার বিধানও রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনে।

সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনে বা জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ইজারা বহির্ভূত বালুমহাল ও অন্য এলাকা হতে বালু বা মাটি উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনা, নির্ধারিত নৌপথের বাইরে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের প্রযোজ্য না হওয়া এবং ইজারা বহির্ভূত থাকা বালুমহাল থেকে খাস আদায় পদ্ধতিতে বালু ও মাটি উত্তোলনের বিধান এই প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অসাধু ব্যক্তিদের অপতৎপরতা রোধ করার জন্য যেসব বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ইজারার শর্ত ভঙ্গকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা, অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অপরাধের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্তকরণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি। এছাড়া, উত্তোলিত বালু পরিবহনের কারণে কোনো রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বালু পরিবহনকারী কর্তৃক মেরামত করে দেওয়া বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান এই আইনের খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন এবং বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ, এই সংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধসমূহ দমনসহ বালুমহাল ব্যবস্থাপনা সার্বিকভাবে যুগোপযোগী করার জন্য ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০’-এর সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন-২০২২’ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদে পাস হওয়ায় এই আইন প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম শেষ হলো।

#

নাহিয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪৪৪১

**দেশ ও জনগণের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ অবিচল : বাচসাস নবকমিটির অভিষেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল। সমস্ত রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকে অকুতোভয়ে কাজ করে আসছে। আমরা আপস করি না, আপস জানি না। দেশের প্রশ্নে, জনগণের প্রশ্নে, রাষ্ট্রের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সবসময় অবিচল।

 আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) নতুন কমিটির অভিষেক ও গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 বিএনপি নেতাদের মন্তব্য ‘আওয়ামী লীগ পালিয়ে যাবে’ এর জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘পালানোর ইতিহাস তো বিএনপির। তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়া মুচলেকা দিয়ে বিদেশ চলে গেছেন, তিনি আর রাজনীতি করবেন না এবং তার সাথে আরো অনেকেই পালিয়ে গেছেন।’

 হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজ শুধু সরকারে নয়, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকসহ দেশের সব পেশার মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আগের তুলনায় অনেক গভীরে  প্রোথিত হয়েছে। সে কারণেই বিএনপির  গাত্রদাহ, কারণ তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না। যে দলের মহাসচিব বলে পাকিস্তান আমলই ভালো ছিল, তারা কোন চেতনায় বিশ্বাস করে তা সহজেই অনুমেয়। তারা আসলে পাকিস্তানের পক্ষে।’

 বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ নিয়ে প্রশ্নে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সরকার ও জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করা থেকে বিএনপি যদি বিরত থাকে তাহলে তাদের সভা-সমাবেশ নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। সরকার এক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং সেই কারণেই তারা সমাবেশ করতে পারছে।

 ‘আর আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে  তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছুঁড়ে হামলা করা হয়েছিল, ২৪ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল’ উল্লেখ করেন মন্ত্রী হাছান।

 মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন আওয়ামী লীগ অফিসের দু'পাশে কাঁটাতারের স্থায়ী বেড়া ছিল, তার বাইরে আমাদের যেতে দেওয়া হতো না। তখন শেখ হেলাল এমপিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার জনসভায় হামলা করে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল। সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের জনসভায় হামলা করা হয়েছিল, এস এম কিবরিয়া, আহসান উল্লাহ মাস্টারের জনসভায় হামলা করে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।’

 ‘এভাবে আমরা বিরোধী দলে থাকতে আমাদের শত শত নেতকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বিএনপির সমাবেশে তো বোমা বা গ্রেনেড দূরে থাক, একটি পটকাও তো ফোটেনি’ দৃষ্টান্ত দেন ড. হাছান।

 এর আগে বক্তৃতায় বাচসাসের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে তারা তাদের লেখনী ও চিত্রের মাধ্যমে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে এগিয়ে নিতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

 ড. হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ। বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রায় ২০০ সিনেমা হল আবার চালু হয়েছে শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন সবাইকে আরো সিনেমা হল নির্মাণের জন্য বলতে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন সিনেপ্লেক্স, সিনেমা হল নির্মাণ ও পুরানো হল সংস্কারের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল গঠিত হয়েছে। কেউ যদি মার্কেটে সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করতে চায় তাহলে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবে। ব্যাংকগুলোকেও আমরা ঋণ দিতে উদ্বুদ্ধ করবো।

-২-

 আমাদের সিনেমা শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, খুব সহসাই বিশ্ব অঙ্গনে আরো ভালো জায়গা করে নেবে, আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

 বাচসাস সভাপতি রাজু আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মোল্লা জালাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনা পরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান, একুশে পদকপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী পাভেল রহমান, চিত্রনায়ক ওমর সানী ও বাচসাস সাধারণ সম্পাদক রিমন মাহফুজ।

 এ দিন বাচসাস সম্মাননা-২০২২ প্রাপ্ত হন সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাবেয়া খাতুন (মরণোত্তর), সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক (মরণোত্তর), একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতিকবি গাজী মাজহারুল আনোয়ার (মরণোত্তর), বরেণ্য সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী (মরণোত্তর), সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, সাংস্কৃতিক জাগরণে অনবদ্য অবদানের জন্য লিয়াকত আলী লাকী, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আনিসুল হক, নাটক ও চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মাসুম রেজা, একুশে পদকপ্রাপ্ত ফটো সাংবাদিক ও বাচসাস সদস্য পাভেল রহমান, চলচ্চিত্র শিল্প ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের জন্য চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন, টিভি সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য মোজাম্মেল বাবু, চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বিশেষ অবদানের জন্য হাবিবুর রহমান খান, হাসিনা: এ ডটার’স টেল চলচ্চিত্রের জন্য পিপলু আর খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, বরেণ্য সুরকার ও সংগীত পরিচালক শেখ সাদী খান, চারুশিল্পী, অভিনয় ও নির্দেশনায় আফজাল হোসেন, চলচ্চিত্র শিল্পে অবদান রাখার জন্য চিত্রনায়ক শাকিব খান ও সংগীত বিশেষ অবদান রাখার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কণ্ঠশিল্পী কোনাল ও ইমরান মাহমুদুল।

 বাচসাসের ২০২২-২৪ মেয়াদের নির্বাচিতরা হলেন সভাপতি রাজু আলীম, সাধারণ সম্পাদক রিমন মাহফুজ, সহ-সভাপতি অনজন রহমান ও রাশেদ রাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক রাহাত সাইফুল, অর্থ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল আলম মিলন, আন্তর্জাতিক ও গবেষণা সম্পাদক রেজাউর রহমান রিজভী, সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আনজুমান আরা শিল্পী, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক ইরানি বিশ্বাস, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু হুরায়রা মুরাদ, দপ্তর সম্পাদক আহমেদ তেপান্তর আওয়াল। নির্বাহী সদস্যরা হলেন লিটন এরশাদ, মাঈনুল হক ভূইয়া, রুহুল আমিন ভূইয়া, লিটন রহমান, আনিসুল হক রাশেদ, আমিনুর রহমান লিটন, রুহুল সাখাওয়াত, শফিউল্লাহ সুমন ও রাফি হোসেন।

#

আকরাম/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ৪৪৪০

**বাহাত্তরের মূল সংবিধান ফিরে পেতে চাই**

 **- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের অনেক কিছুই ফিরে পেয়েছি। ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে আর কিছুটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে কিছুটা বাধা-বিপত্তি এসেছে এবং এটি এখন সাবজুডিস ম্যাটার। তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। তার কারণ আমরা বাহাত্তরের মূল সংবিধান ফিরে পেতে চাই। কখন, কীভাবে, কোন বাস্তবতার নিরিখে এটা করা হবে, সেটা দল ও সরকার নির্ধারণ করবে।

আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্‌ ল’ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সংবিধানের ৯৬(২) অনুচ্ছেদ বা ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় কার্যকর না হওয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে একটি রিভিউ পিটিশন সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে পেন্ডিং আছে। আশা করছি, এই রিভিউ পিটিশনের শুনানি কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট যেভাবে রায় দিবেন, আমরা ঠিক সেভাবেই কাজ করবো।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বলবৎ রাখার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে আনিসুল হক বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার যাতে কায়েম করা যায়, সেজন্যই আমরা সরকার গঠন করেছি এবং সরকারে কাজ করছি। এখন যদি নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য কোনো আইন করার ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিই, তাহলে তো আমি যে ম্যান্ডেট নিয়ে পাস করে এসেছি, তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হবে। সেই ক্ষমতা কিন্তু জনগণ আমাকে সংসদ সদস্য হিসেবে দেয়নি। আমি যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য হতাম তাহলে আমার ইচ্ছেমতো ভোট দিতে পারতাম। তিনি বলেন, সংসদ সদস্যদেরও কারো না কারো কাছে দায়বদ্ধতা থাকা উচিত।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আগামী নির্বাচনের আগে কারাগারে পাঠানোর এখনও কোনো চিন্তা-ভাবনা সরকারের নেই। তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন-বাড়াবাড়ি করলে...। এসময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাহী আদেশ যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায় বা বাড়ানো যায়। একুশে আগস্ট গেনেড হামলা মামলায় উচ্চ আদালতে তারেক রহমানের সাজা বাড়ানোর জন্য আপিল করা হবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনারা অপেক্ষা করুন, দেখুন কী হয়।

বিলিয়ার চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার এম আমির-উল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বিচারপতি (অব.) এ এইচ এম সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বক্তৃতা করেন। এসময় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব মো. মইনুল কবির, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমিরসহ বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ৪৪৩৯

**ড. ইউনুসরা শান্তি পুরস্কার পেয়েছে কিন্তু দেশের সমবায়ীদের শান্তি দেয় নাই**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বিরল (দিনাজপুর), ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, যে দলের চেয়ারম‍্যান এতিমের টাকা আত্মসাৎ করে অপরাধী হয়েছে এবং আরেকজন পলাতক আছে তাদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন হতে পারে না। ওরা দেশটাকে পাকিস্তান-শ্রীলংকা বানাতে চায়। তিনি বলেন, ড.  ইউনুসরা শান্তি পুরস্কার পেয়েছে কিন্তু দেশের সমবায়ীদের শান্তি দেয় নাই। ঋণের জালে জর্জরিত করেছে। কিন্তু ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেটি এখন হাজার হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এটাকে ধরে রাখতে হবে।

 আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ‍্যে উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ এ প্রতিপাদ‍্যকে সামনে রেখে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর দর্শন শুধু সমবায়ের উন্নয়ন নয়, বঙ্গবন্ধুর দর্শন হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন। প্রত্যেকটি বিষয়, প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যাদের কোনো লক্ষ‍্য ঠিক নাই, যাদের আদর্শ ঠিক নাই, নীতি ঠিক নাই তাদের দ্বারা কোনো কল‍্যাণ হয় না। যদি কল‍্যাণ হতো তাহলে ’৭৫এ বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যা করার পর জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা  বাংলাদেশকে সোনার বাংলা বানাতে পারত। কিন্তু পারে নাই। তারা দেশকে দরিদ্রতায় জর্জরিত করে দিয়েছিল। তিনি বলেন, আমরা অপরাধী, ষড়যন্ত্রকারী ও জঙ্গিদের দমন করেছি। নির্মূল করতে পারিনি। এবার তাদের নির্মূল করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী পরে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী বোচাগঞ্জ উপজেলার সেতাবগঞ্জে আব্দুর রৌফ চৌধুরী অডিটরিয়ামে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ‍্যে বোচাগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪৪৩৮

**ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ৫ নভেম্বর :

 ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালিত হয়েছে।

 ১৯৭২ সালের এই দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণে দূতাবাস বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

 যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন মিনিস্টার (কনস্যুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও কাউন্সেলর শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি। পরে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান জাতীয় সংবিধান দিবসকে বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার মাত্র ১১ মাসের মধ্যে সদ্য স্বাধীন জাতিকে সংবিধান উপহার দেন। রাষ্ট্রদূত এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 এছাড়া জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।

#

সাজ্জাদ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরফাত/রেজাউল/২০২২/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর :৪৪৩৭

**দেশের উন্নয়ন অনেকের কাছে ভালো লাগে না**

 **- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর(টাঙ্গাইল), ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে সকল ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে,  তা অনেকের কাছে ভালো লাগে না। রাজাকার, আলবদর, জামায়াতসহ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও বিএনপি দেশের উন্নয়ন দেখতে চায় না, বরং দেশকে ব্যর্থ দেখতে চায়। সেজন্য, তারা আন্দোলন করে, ষড়যন্ত্র করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, সরকারের পতন ঘটাতে চাচ্ছে।

আজ  টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন,  আন্দোলন সংগ্রামের নামে ২০১৪ সালের মতো সহিংসতা করতে চাইলে বিএনপিকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া হবে। স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে তাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে।

এ সময় সমবায়ের শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, সমবায়ের বিরাট শক্তি রয়েছে। এর সম্ভাবনা অনেক, তবে চ্যালেঞ্জও অনেক। সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করতে পারলে দেশে কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু সমবায়ের সমস্যা হলো যাকেই দায়িত্ব দেয়া হয় বা যে ম্যানেজার হয়, সেই দুর্নীতি করে। দেশের অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠান ভালো নেতৃত্বের অভাবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মধুপুর উপজেলা  পরিষদের চেয়ারম্যান ছরোয়ার আলম খান আবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার শফি উদ্দিন মনি, পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সমবায় অফিসার বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪৪৩৬

**মারাক্কেশ চুক্তি অনুসমর্থন দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধীদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্তমান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব সরকারের নেতৃত্বে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ১১৬তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে মারাক্কেশ চুক্তিতে অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তিতে অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সকল দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধীদের বাধামুক্ত তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। চুক্তিটির ফলে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি, ক্ষীণ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কোনো না কোনোভাবে পড়তে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য ব্রেইল, অডিও অথবা বড় হরফে বই এবং দলিলাদি মুদ্রণ করা যাবে। এক্ষেত্রে লেখকের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে এ কাজ করতে পারবে না।

 আজ রাজধানীর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মিলনায়তনে ‘ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি (ভিপস)’ ও ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)’ আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ১১৬তম দেশ হিসেবে মারাক্কেশ চুক্তি অনুসমর্থন উদ্‌যাপন এবং এর জন্য পরবর্তী করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে ‘গেস্ট অভ্ অনার’ হিসেবে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ আনোয়ার উল্যাহ, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার ও যুগ্মসচিব মোঃ দাউদ মিয়া, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এবং ভিজুয়াল ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি (ভিপস) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনসুর আহমেদ চৌধুরী।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘কপিরাইট আইন ২০২২’ বহুমাত্রিক ও বহু অংশীজনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি আইন। ২৮টি মন্ত্রণালয়ের মতামত সন্নিবেশিত করে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী আইন হিসেবে এটি প্রণীত হতে যাচ্ছে। অতিদ্রুত আইনটি বিল আকারে পাসের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, কপিরাইট আইন পাসের মাধ্যমে মারাক্কেশ চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন হবে। আইনটির ৫১ ধারা ও ৭০(২) উপধারায় এ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার প্রতিবন্ধীসহ সকল জনগোষ্ঠীর সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগারে ‘ব্রেইল কর্নার’ চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘এক হাজারটি গ্রন্থাগারে মুজিব কর্নার স্থাপন’ প্রকল্পে ব্রেইল বই যুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ব্রেইল বই প্রকাশনায়ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

 সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Aspire to Innovate (এটুআই) প্রোগ্রামের ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ভাস্কর ভট্টাচার্য।

#

ফয়সল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৪৪৩৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮২ হাজার ৩১২ জন।

#

কবীর/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৪৪৩৪

**দেশ ছেড়ে পালানো বিএনপিরই অভ্যাস**

 **- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর , ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, আওয়ামী লীগের পালানোর ইতিহাস নাই। দেশ ছেড়ে পালানোর অভ্যাস আছে বিএনপির।

আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার বিঝারীতে ইউনিয়ন উন্নয়ন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এ কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজনীতি করবে না মুচলেকা দিয়েই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। মামলার আসামি হওয়ার পরে এখন পর্যন্ত মামলা মোকাবিলা করেনি। তাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই পলাতক। আর বিএনপির নেতারা কথায় কথায় বলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। উপমন্ত্রী বিএনপির উদ্দেশে বলেন, এসব দুঃস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেন। আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল, যে দলের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হয়েছে। লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের জন্ম। আর বাংলাদেশের সকল অর্জনই আওয়ামী লীগের হাত ধরে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপির রাজনীতি অপপ্রচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা প্রতিনিয়ত সংবাদ সম্মেলন করে অপপ্রচার করার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারের বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে আসছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা অপপ্রচার আরো বাড়িয়েছে। শুধু দেশ থেকেই নয়, বিদেশে বসেও জনগণকে বিভ্রান্ত করার চরম অপচেষ্টা তারা চালিয়ে আসছে।

এনামুল হক শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সততা ও মেধায় বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর শেখ হাসিনা তাঁর সততা, প্রজ্ঞা, মেধা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় এমন এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন যে, শুধু বাংলাদেশ নয় আন্তর্জাতিক মহলও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাশেদউজ্জামান, পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান জাকির বেপারী। সভাপতিত্ব করেন বিঝারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী আহম্মেদ কাজী।

#

গিয়াস/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর :৪৪৩৩

**উন্নয়নের মাধ্যমে মা-বোনদের মন জয় করেছেন শেখ হাসিনা**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

নিয়ামতপুর (নওগাঁ), ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

শেখ হাসিনা উন্নয়নের মাধ্যমে মা-বোনদের মন জয় করেছেন। তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রাখতে তারা শেখ হাসিনাকেই আগামী নির্বাচনে বেছে নিবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে ৮নং বাহাদুরপুর ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এদেশের মানুষ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত শুধু বঞ্চনা পেয়েছে। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বঞ্চিত এ জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ধ্বংসপ্রায় দেশকে তিনি পুনর্গঠন করার কাজ শুরু করেছিলেন। তখনই তাঁকে হত্যা করে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র। সেই ঘাতকদের সাথে বিএনপির সখ্যতা। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিএনপি বারবার পুরস্কৃত করেছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, তারেক জিয়ার নির্দেশে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়। ছেলের অপকর্ম ঢাকতে খালেদা জিয়া মহান সংসদে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার করেছিলেন। এবার যারা লাঠি নিয়ে মিছিল করছে তাদের অতীত ইতিহাস সবাই জানে। ২০১৪ সালে আগুন সন্ত্রাসীদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। এবারও জনগণ তাদের প্রত্যাখান করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার তা পূরণ করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভিজিডি, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা ও প্রতিবন্ধীভাতা দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সময়ে চালু করা কমিউনিটি ক্লিনিক বিএনপি বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই বন্ধ কমিউনিটি ক্লিনিক আবার চালু করে আওয়ামী লীগ সরকার। জনগণ এখন সেখানে সেবা পায়। ২৮ ধরনের ঔষধ সেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। করোনাকালে কোনো মানুষ খাদ্যাভাবে মারা যায়নি বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট মজুত আছে, এদেশে দুর্ভিক্ষ হবে না।

বাহাদুরপুর ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসনারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন নিয়ামতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহিদ হাসান রাসেল এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মামুনুর রশিদ মামুন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন নিয়ামতপুর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাদিরা বেগম। প্রধান বক্তা ছিলেন নিয়ামতপুর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহনাজ পারভীন।

#

 কামাল/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ৪৪৩২

**আমাদের তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিশ্বে অতুলনীয়**

 **- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ কার্তিক (৫ নভেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আমাদের তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিশ্বে অতুলনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে আমরা অংশ নিতে পারিনি এবং তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কর্মসূচির ফলে আংশিকভাবে শরিক হতে পেরেছি। এরই ধারাবাহিকতায় গৃহীত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির পথ ধরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে শিল্পোন্নত দুনিয়ার সাথে সমান্তরালে আজ পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের পথে হাঁটছে।

গতকাল ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ‘বাঘ ইকো মটরস’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

মন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তিকে দিন বদলের হাতিয়ার উল্লেখ করে বলেন, প্রযুক্তির চাইতে জনবান্ধব আর কিছু নেই। আমরা যত কিছুই করি, প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের পক্ষে মানুষের জীবনকে সহজ-সরল এবং কষ্টহীন করার কোনো উপায় নেই। তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালে আইটিইউ ও ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সাড়ে ১৮ বছরের শাসনামলে সেই বীজটিকে চারা গাছ থেকে আজ মহিরুহে রূপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাঘ ইকো মটরস লিমিটেড শূন্যতার মধ্য থেকে উঠে এসেছে। এটি কেবল বাংলাদেশের মানুষের কাছে উদ্ভাবনের প্রতীক হিসেবে থাকবে না, দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে উদ্ভাবনের প্রতীক হয়ে থাকবে।

বাঘ ইকো মটরসের সত্ত্বাধিকারী কাজী জসিমুল ইসলাম বাপ্পির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অভিনেতা আফজাল হোসেন, বাঘ ইকো মটরসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাহিদ নওরিন জাহান, এক্সিম ব্যাংকের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল জহির এবং সফটওয়্যার প্রকৌশলী মঞ্জুর আহমেদ বক্তৃতা করেন। এর আগে মন্ত্রী ফিতা কেটে বাঘ ইকো মটরস উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, সৌরবিদ্যুৎচালিত টু-হুইলার, থ্রি-হুইলার ও ফোর-হুইলার ইলেকট্রনিক গাড়ি নিয়ে বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করেছে বাঘ ইকো মটরস। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির এই গাড়িগুলোতে রয়েছে ইন্টারনেট সুবিধাসহ ফ্রি ওয়াইফাই, জিপিএস ট্র্যাকিং, মোবাইল চার্জ সুবিধা, প্যানিক বাটন, ২৪ ঘণ্টা ভিডিও মনিটরিং ব্যবস্থা, ব্যাটারি ও চার্জিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

#

শেফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4431

**Prime Minister’s Message on the occasion of the 3rd World Marketing Summit**

Dhaka, 5 November :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the 3rd Electronic World Marketing Summit:

"I am happy to know that the 3rd Electronic World Marketing Summit (eWMS) is being held on 6-7 November 2022. Northern Education Group (NEG), the country partner of Kotler Impact, is jointly organizing the event. On this occasion, I extend my felicitations to all concerned.

The theme of the eWMS - Marketing Changes to Meet Sustainability Goals - is rightly chosen as the world faces the impacts of the Covid-19 pandemic, and the Russia-Ukraine war, and the consequent sanctions and countersanctions.

Impacts of both the pandemic and the war caused exorbitant price hike of essentials and supply chain disruption sending the import-dependent countries into a dire situation.

Marketing is a discipline that can play an important role in making essentials available to the people across the world. I hope, the summit will focus on the current global market situation to bring a positive impact on the society.

Our government has been working to improve the socio-economic condition of the people. Opportunities are being created for self-employment in the fields of small business, entrepreneurship, e-commerce, IT sector etc. Provisions are there to get collateral-free bank loans for launching such ventures.

Guided by the principle of gender balance, our government has dedicated its efforts for the benefit of the poor, marginalized and those who are left behind.

Upholding the development and democratic spree, we have been moving forward to build a hunger and poverty-free, and a happy prosperous Golden Bangladesh as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 I wish every success of the 3rd World Marketing Summit.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Rahat/Mahmud/Arafat/Abbas/2022/1547 Hours